প্রথম আলো

বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনের কর্মসূচি

বেতন বাড়ানোর প্রজ্ঞাপন সংশোধন করা না হলে আন্দোলনের হুমকি

নিজস্ব প্রতিবেদক

বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের ১০ শতাংশ বেতন বৃদ্ধির প্রজ্ঞাপন সংশোধনের দাবি জানিয়েছে তিনটি শিক্ষক সংগঠন। এসব সংগঠনের নেতারা বলেন, সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক দায়িত্ব ছাড়ার পরপরই শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আয় জমা নেওয়ার শর্তে যে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে তা প্রতারণামূলক।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর একটি রেস্তোরাঁয় এসব সংগঠন আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে অবিলম্বে প্রজ্ঞাপন সংশোধন না করলে আন্দোলন শুরুর হুমকি দেওয়া হয়।

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের সভাপতি অধ্যক্ষ এম শরীফুল ইসলামের লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টিতে (এলডিপি) যোগ দেওয়া প্রসঙ্গে বলা হয়, তিনি ব্যক্তিগতভাবে রাজনৈতিক দলে যোগ দিলেও পেশাজীবী শিক্ষক সংগঠন হিসেবে অপরাপর অসংখ্য নেতা-কর্মী শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটেই আছেন। এ প্রসঙ্গে আরও বলা হয়, কারও রাজনৈতিক দলে যোগ দেওয়া ব্যক্তিগত ব্যাপার, এটা নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টির কোনো সুযোগ নেই।

সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ অধ্যক্ষ সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ মোহাম্মদ মাজহারুল হান্নান লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ ইসহাক হোসেন, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ রফিকা আফরোজ, শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের মহাসচিব মুহম্মদ জাহাঙ্গীর খান, অধ্যক্ষ পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ হারুন-অর-রশীদ পাঠান, মাকসুদা রেজা, দিলারা ইয়াসমীন প্রমুখ।

জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট: শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আয় সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়ার শর্ত প্রত্যাহারের দাবিতে জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট গতকাল বৃহস্পতিবার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে। এতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটি থেকে সাবেক সাংসদসহ দলীয় ব্যক্তি এবং শিক্ষা বিভাগে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পাওয়া সব কর্মকর্তার চুক্তি বাতিলের দাবি জানানো হয়।

স্মারকলিপি পেশের আগে ফ্রন্টের উদ্যোগে রাজধানীর মুক্তাঙ্গনে বিক্ষোভ ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদসহ অন্যান্য নেতা এ সম